ব্রি ধান৭৯

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৯ রোপা আমন মৌসুমের জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতাসহনশীল জাত। এর কৌলিক সারি নং বিআর৯১৫৯-৮-৫-৪০-১৪-৫৭। ব্রি ধান৪৯ এবং ব্রি ধান৫২ জাতের মধ্যে সংকরায়ণ করে Marker-Assisted Backcrossing পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৭ সালে রোপা আমন মৌসুমের জন্য ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৭৯

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রি ধান৪৯ জাতের মত তবে দানা ব্রি ধান৪৯ থেকে কিছুটা লম্বা ও মোটা।
- ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা এবং পরিপক্ক অবস্থায় পাতার রং প্রায় সবুজ থাকে।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১২ সেমি।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৫.২% এবং প্রোটিন ৭.৮%।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৬ গ্রাম।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১৮ থেকে ২১ দিন বন্যার পানিতে ডুবে থাকলে এবং বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরে ১৫-২০ দিনের মাঝারি মাত্রার (৫০-৬০ সেমি) জলাবদ্ধতা থাকলেও ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম। তাছাড়া স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান৪৯ এর সমান অথবা বেশী ফলন দেয়। জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান৫২-এর চেয়ে ৫ দিন কম।

জীবন কাল

বন্যামুক্ত পরিবেশে ১৩৫ দিন। তবে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যায় ডুবে থাকলে ১৬০ দিন।

ফলন

বন্যা মুক্ত পরিবেশে ৫.৫ টন/হেক্টর এবং তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যায় ডুবে থাকলে ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই।

১. বীজতলায় বীজ বপন: ১-১৬ আষাঢ় (১৫ জুন - ১ জুলাই)

২. চারার বয়স: ৩০ দিন

৩. চারার সংখ্যা: গোছা প্রতি ২-৩ টি

৪. রোপন দুরত্ব: ২৫ সেমি X ১৫ সেমি

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

পরিবেশের অবস্থা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা (জিংক সালফেট)
বন্যা মুক্ত পরিবেশ	২৭	৮	৭	৮	১
বন্যা কবলিত পরিবেশ	২৩	৭	১৭	৭	১

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ব্রি ধান৭৯

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

বন্যামুক্ত পরিবেশ

জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও দুই-তৃতীয়াংশ এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ১০, ২৫ ও ৪০ দিন পর সমান তিন কিস্তিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকী এক-তৃতীয়াংশ এমওপি সার ইউরিয়া সারের দ্বিতীয় কিস্তির সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রি ধান৭৯

বন্যা কবলিত পরিবেশ

সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং ৬ কেজি এমওপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন (ইউরিয়া) সার সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বন্যার পানি (যদি ধান গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে বন্যা হয়) নেমে যাওয়ার ১০ দিন পরে ১ম কিস্তিতে বিঘা প্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া ও ৩ কেজি এমওপি এবং ১ম কিস্তির ২০-২৫ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তিতে বিঘা প্রতি ১০ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগবালাই ও পোকামাকড়:** কৌলিক সারিটির রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধক্ষমতা প্রচলিত জাতের অনুরূপ। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর জলজ আগাছাসহ অন্যান্য আগাছা এবং ধানের পচা পাতা পরিস্কার করে দিতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপনের পর থেকে দুধ আসা পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ঠ পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৯. **ফসল কাটা:** ১২-২৭ কার্তিক (২৭ অক্টোবর - ১১ নভেম্বর)

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd